JAN. 8 2001

পরিণতির কথা এখনই ভাবা প্রয়োজন

মেধা পাচার

গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষা গ্রহণ এবং চিকিৎসার জন্য লাখ লাখ বাংলাদেশী দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক লোক বিদেশে চলে যাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছে। যারা বিদেশে যাচ্ছেন তাদের সিংহভাগ শিক্ষা অথবা চিকিৎসা গ্রহণের জন্য চলে যাচ্ছেন ভারতে। বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্য এই যে, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার এ বিষয়টি নিয়ে এ দেশের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ নীরব রয়েছেন; এখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, হয়ত তারা এমনই চান। সে কারণেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাঙ্গন এক অরাজক অবস্থার মধ্য দিয়েই অনিশ্চয়তার পথে হাঁটছে। অন্যদিকে দেশে উন্নত চিকিৎসার অভাবে লোকজন বিদেশে যাচ্ছেন এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, অনেকে অজান্তেই ভাল চিকিৎসার আশায় এবং কিছুটা প্রচারণার কারণে প্রতিবেশী দেশে যাচ্ছেন। তবে এটা ঠিক যে, মানুষ অনেকটা বাধ্য হয়েই দেশের বাইরে যাচ্ছেন এবং ভারত ছাড়াও অন্য অনেক দেশে ছুটছেন বাংলাদেশের মানুষ। গত কয়েক বছর শুধু শিক্ষা গ্রহণের জন্য কয়েক লাখ মেধাবী ছাত্রছাত্রী বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনে অবশ্যই বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্মম বাস্তবতা এখন এমন পর্যায় চলে গেছে যে, বিদেশে না গেলে লেখাপড়াই সম্ভব নয়। কেবল উচ্চশিক্ষার জন্য নয়, স্কুল-কলেজ পর্যায় পড়াশোনার জন্যও এ দেশের সন্তানদের দেশের বাইরে যেতে হচ্ছে। কেন যেতে হচ্ছে? সেটা এখন পর্যালোচনার বিষয়। সামর্থ্যবান ধনী পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বিলম্ব না করেই দেশের বাইরে চলে যায়। রাজনীতিবিদ, আমলা, এলিট সকলের সন্তানই এখন বিদেশে চলে যাচ্ছেন পড়াশোনার জন্য। অন্যদিকে এ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের রণক্ষেত্রে। এই বাস্তবতা ও পরিপ্রেক্ষিতের কারণেই সামর্থ্যবান মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার জন্য দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরের নকলের ভয়াবহতার মাধ্যমে শিক্ষা মানের নাজুক অবস্থাই ফুটে উঠেছে।

প্রতিবছর যে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা দেশের বাহিরে পড়াশোনার জন্য যায় তারা নিজ দেশের অর্থ যেমন বিদেশে নিয়ে যায়, তেমনি এই ছাত্রছাত্রীরা কর্মজীবনে প্রবেশ করলেও তারা বিদেশেই স্থায়ীভাবে থেকে যায়। যারা শ্রম ও জনশক্তি হিসেবে বিদেশে যান তাদের বিষয়টি আলাদা। এ জনশক্তি বিদেশে পাঠানোর মাধ্যমে দেশের বেকারত্বের চাপ কমে, কর্মসংস্থান হয়, অন্যদিকে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ঘটে। আর এই শ্রমিক জনশক্তি নির্দিষ্ট সময় কর্মকাল শেষ করে আবার দেশে ফিরে আসে। কিন্তু যে সমস্ত মেধাবী লোক দেশের বাহিরে গিয়ে আর দেশে আসেন না, তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং শিক্ষা গ্রহণ দেশের উন্নয়নে ব্যয় হয় না। দেশ থেকে ক্রমাগত শিক্ষিত মেধাবী জনগণ দেশের বাইরে আপাত স্থায়ী অবস্থান করলে দেশের সঙ্গে সম্পর্কও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে। দেশের বাইরে বাংলাদেশী মেধাবী জনশক্তির সাফল্য, কৃতিত্ব, সুনাম যথেষ্ট রয়েছে। বিভিন্ন পেশায় তাদের সাফল্য প্রদর্শিত হলেও দেশের কাজে তাদের আত্মনিয়োগ করানো যাচ্ছে না। সরকারী পর্যায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোন সরকারী কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হলেও দেখা যায়– সে ব্যক্তি আর দেশে ফিরে আসছেন না।

শিক্ষার জন্য বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতা এভাবে অব্যাহত থাকলে দেশে মেধাশূন্যতা দেখা দেবে। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অচলাবস্থার কারণে যারা বিদেশে যাচ্ছেন তারা তাদের যোগ্যতা এবং দক্ষতা বিদেশেই বিনিয়োগ করছেন। দেশে পেশাদার দক্ষ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এবং বহুবিধ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন লোকের বিশাল ঘাটতি থাকার পরেও এ ধরনের পেশায় দক্ষতা লাভের মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী দেশত্যাগ করছে। এর প্রধান কারণগুলো হচ্ছে– (১) ভুল শিক্ষা নীতি (২) অগোছালো শিক্ষা ব্যবস্থা (৩) অশান্ত শিক্ষা পরিবেশ (৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক সংকট (৫) সঠিক শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্য বিষয় নির্ধারণে ব্যর্থতা এবং (৬) সামগ্রিক শিক্ষা নীতিতে একটি জাতি গঠনমূলক নির্দেশনা না থাকা এবং একটি মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা। এই সবগুলোর সম্মিলিত ফলাফল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। সন্ত্রাস ও শিক্ষা মানের অধোগতি আজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল মহল এ বিষয়ে কোন জরুরী কার্যকর উদ্যোগ এখনও গ্রহণ করেনি। দেশ থেকে 'মেধা পাচার' বলে যে বাস্তব সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা নিয়েও কারও কোন উদ্বেগ নেই। ফলে মেধা পাচার বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না, অন্যদিকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থারও কোন উন্নতির সুলক্ষণ দেখা যায় না। যদি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন না ঘটে তাহলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যাবে কোথায়? তারা কি সন্ত্রাস-রাজনীতির বলি হবে? শিক্ষা গ্রহণের বদলে হতাশা ও বেকারত্বের শিকার হবে? আর যারা সুযোগ অনুযায়ী বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে তাদের সংখ্যা যদি বাড়তেই থাকে, তাহলে এ দেশ গভীর মেধা সংকটে পড়তে বাধ্য।

বৃটিশ সৃষ্ট এ দেশের শিক্ষা নীতি আজও এ দেশকে শেকড়হীন এক জাতিতে পরিণত করার দিকেই এগিয়ে নিচ্ছে। সর্বস্তরের শিক্ষার জন্য গড্ডলিকা বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। যদিও বিশেষ প্রয়োজনে উচ্চতর গবেষণা ও পড়াশোনার জন্য বিদেশে যেতে হয়। কিন্তু আমাদের জাতীয় পরিস্থিতি এখন দাঁড়িয়েছে যে, ভাল লেখাপড়া করতে হলে বিদেশ যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ পর্যাপ্ত শিক্ষাঙ্গন নেই। যা আছে সেগুলোতে সন্ত্রাস আর নিম্নতর শিক্ষা মানে অকার্যকর হয়ে পড়ছে। মেধা পাচারে বাস্তব বিষয়গুলো এবং এর ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে আমাদের জাতীয় দায়িত্বশীলদের এখন ভাবা প্রয়োজন।

☐ আবদুর রহমান